

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ২৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
নারী ও শিশুশ্রম শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৭ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৯১-আইন/২০২২।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্ন তফসিলে বর্ণিত কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নূতন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরি, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধারালো, ভারী ও ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সর্বক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা;	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি; (ঘ) আঙুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙুলে গ্যাংগ্রিন; (ছ) পায়ের রগ ফোলা; (জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ।

(৮০১৩)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(ঙ) গরম ও উত্তাপে কজা করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	
২।	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এর কাজ।	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপে মুখ লাগাইয়া পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) খ্রিজ, কেরোসিন ও মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ির নিম্নে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সিসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩।	ব্যাটারি রি-চার্জিং।	ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানি জমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া ও ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪।	বিড়ি ও সিগারেট তৈরি।	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরি করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগজনিত শারীরিক সমস্যা; এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫।	ইট বা পাথর ভাঙা।	<p>(ক) ইট ও পাথরের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা;</p> <p>(খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘ সময় কাজ করা;</p> <p>(গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং</p> <p>(ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।</p>	<p>(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত;</p> <p>(খ) হাতে ও আঙুলে ক্ষত;</p> <p>(গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ;</p> <p>(ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস; এবং</p> <p>(ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।</p>
৬।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিনে কাজ।	<p>(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা;</p> <p>(খ) গলানো লোহা দিয়া কাঠামো তৈরি করা;</p> <p>(গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরি করা;</p> <p>(ঘ) অতিদ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং</p> <p>(ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধূলা-বালির সংস্পর্শে কাজ করা।</p>	<p>(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;</p> <p>(খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফোলা;</p> <p>(গ) পায়ের শিরা ফোলা;</p> <p>(ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা;</p> <p>(ঙ) চোখের প্রদাহ;</p> <p>(চ) চোখ হইতে পানি ঝরা; এবং</p> <p>(ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।</p>
৭।	কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য তৈরি।	<p>(ক) ভাঙা কাঁচের টুকরা পরিষ্কার ও গুড়া করা;</p> <p>(খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরির জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং</p> <p>(গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।</p>	<p>(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত;</p> <p>(খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি;</p> <p>(গ) ঘন আঠায়ুক্ত কাশি;</p> <p>(ঘ) রক্তকাশি;</p> <p>(ঙ) শ্বাসকষ্ট;</p> <p>(চ) ক্ষুদামান্দ্য;</p> <p>(ছ) জ্বর;</p> <p>(জ) হাড়ে ব্যথা;</p> <p>(ঝ) মাথা ব্যথা;</p> <p>(ঝ) বমি ভাব; এবং</p> <p>(ঞ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮।	ম্যাচ তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি; এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯।	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি।	(ক) প্লাস্টিক বা রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরনের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্য ঢালা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শূক্ৰ কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দুরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যান্সার।
১০।	লবণ শোধন।	(ক) লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবণ মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূন্যতা; (খ) শরীর ফোলা; (গ) চামড়ায় চুলকানিজনিত প্রদাহ; (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ায় প্রদাহ; (চ) হাতে ও পায়ে ফাঙ্গাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ; (ছ) ক্ষুদামান্দ্য; এবং (জ) বমি ভাব ও বমি।
১১।	সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরি।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরি করা; এবং (খ) সাবান তৈরি ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানিজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙুল ও পায়ের আঙুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১২।	স্টিল ফার্নিচার, গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রংকরণ।	<p>(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা;</p> <p>(খ) স্টিলের টুকরো পরিষ্কার করা স্টিল পলিশ করা ও রং লাগানো;</p> <p>(গ) সিসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং</p> <p>(ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।</p>	<p>(ক) দেহে সিসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া;</p> <p>(খ) বমি ভাব ও বমি;</p> <p>(গ) পেটে ব্যথা;</p> <p>(ঘ) যকৃতের প্রদাহ;</p> <p>(ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি;</p> <p>(চ) হাঁপানি (এ্যাজমা);</p> <p>(ছ) ফুসফুসের প্রদাহ;</p> <p>(জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত;</p> <p>(ঝ) সিসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং</p> <p>(ঞ) এলার্জি।</p>
১৩।	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি।	<p>(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা;</p> <p>(খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং</p> <p>(গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।</p>	<p>(ক) এ্যানথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে ঘা;</p> <p>(খ) জ্বর;</p> <p>(গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা;</p> <p>(ঘ) চামড়ার প্রদাহ;</p> <p>(ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ;</p> <p>(চ) আঙুরের মাঝে ঘা;</p> <p>(ছ) ডায়রিয়া;</p> <p>(জ) ক্ষুধামান্দ্য; এবং</p> <p>(ঝ) বমি।</p>
১৪।	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নারে কাজ।	<p>(ক) লোহা কাটা বা বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা এবং থ্রিল, জানালা ও দরজা তৈরি করা;</p> <p>(খ) ধারলো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা;</p> <p>(গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা;</p> <p>(ঘ) ধাতুর গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা;</p> <p>(ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস লইয়া কাজ করা; এবং</p>	<p>(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ;</p> <p>(খ) চোখে জ্বালা পোড়া;</p> <p>(গ) চোখ লাল হওয়া;</p> <p>(ঘ) চোখ চুলকানো;</p> <p>(ঙ) চোখের প্রদাহ;</p> <p>(চ) অক্ষত;</p> <p>(ছ) চামড়ায় জ্বালা পোড়া;</p> <p>(জ) হাতে ও পায়ে কিলয়েড (Keloid) ক্ষত তৈরি;</p> <p>(ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা;</p> <p>(ঞ) নিউমোনিয়া;</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েলডিং এর কাজ করা।	(ট) শ্বাস কষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎজনিত দক্ষতা; (ঢ) দাহ্য পদার্থজনিত দুর্ঘটনা; (ণ) নিঃশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫।	কাপড়ের রং ও ব্লিচকরণ।	(ক) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মোড়কজাত, পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোনো ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যাধাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬।	জাহাজ ভাঙার কাজ।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনার হইতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টিলের শিট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে ক্ষত; (খ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭।	চামড়ার জুতা তৈরি।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরির জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশ ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ। (ঙ) হাত ও পায়ের আঙুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি ভাব ও বমি।
১৮।	ভলকানাইজিং এর কাজ।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯।	মেটালের কাজ।	<p>(ক) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা;</p> <p>(খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং</p> <p>(গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।</p>	<p>(ক) দুর্ঘনাজনিত আঘাত;</p> <p>(খ) মাথা ব্যথা;</p> <p>(গ) বমি ভাব;</p> <p>(ঘ) পায়ের রগ ফোলা;</p> <p>(ঙ) চোখে চুলকানি;</p> <p>(চ) চোখে পানি আসা; এবং</p> <p>(ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।</p>
২০।	জিআই শিট, চূনাপাথর বা চক সামগ্রী তৈরি।	<p>(ক) অত্যধিক তাপে কাজ করা;</p> <p>(খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জ্বলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা;</p> <p>(গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা;</p> <p>(ঘ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ওজন ও বিক্রি করা;</p> <p>(ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা;</p> <p>(চ) কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা;</p> <p>(ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং</p> <p>(জ) রাসায়নিক দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম কণার সংস্পর্শে কাজ করা।</p>	<p>(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা;</p> <p>(খ) বমি;</p> <p>(গ) দৃষ্টিশক্তি রোপ;</p> <p>(ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ;</p> <p>(ঙ) দুর্ঘনাজনিত আঘাত;</p> <p>(চ) শরীরের চামড়া পোড়া;</p> <p>(ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং</p> <p>(জ) শ্বাস কষ্ট।</p>
২১।	স্পিরিট ও এলকোহল প্রক্রিয়াকরণ।	<p>(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা;</p> <p>(খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং</p> <p>(গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।</p>	<p>(ক) মাথা ব্যথা;</p> <p>(খ) বমি; এবং</p> <p>(গ) শ্বাস কষ্ট।</p>
২২।	জর্দা, তামাক ও কুইবাম তৈরি।	<p>(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা;</p> <p>(খ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা;</p> <p>(গ) ধারালো টিনের সরঞ্জাম ব্যবহার করা; এবং</p> <p>(ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।</p>	<p>(ক) মাথা ব্যথা;</p> <p>(খ) বমি;</p> <p>(গ) চামড়া পোড়া;</p> <p>(ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং</p> <p>(ঙ) শ্বাস কষ্ট।</p>

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৩।	কীটনাশক তৈরি।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) চামড়া পোড়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪।	স্টিল, ধাতু ও লোহা তৈরি।	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরির কাজ করা; (ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টিল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; এবং (ঙ) ধুলোবালির মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) চামড়া পোড়া।
২৫।	আতশবাজী তৈরি।	(ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২৬।	স্বর্ণালংকার বা কৃত্রিম অলংকার তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্য কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; (গ) রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপজ্জনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরি করা; এবং (ঝ) অপরিষ্কৃত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় আগুন লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) শ্বাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (ছ) ক্ষুধামান্দ্য; (জ) ওজন হ্রাস; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখের জ্বালাপোড়া; এবং (ট) দুর্ঘনাজনিত আঘাত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৭।	ট্রাক, টেম্পো বা বাসে হেল্লারের কাজ।	(ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক, টেম্পো বা বাস হেল্লার হিসাবে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ধোয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঘ) বমি ভাব; (ঙ) ওজন হ্রাস; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) মাথা ব্যথা; (জ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (ঝ) মূত্রপালীতে সংক্রমণ; এবং (ঞ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।
২৮।	স্টেইনলেস স্টিলের দ্রব্য তৈরি।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হাঁপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত।
২৯।	ববিন ফ্যাক্টরিতে কাজ।	(ক) কাঠ কাটা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও ধুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা; (গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্য ও আসবাবপত্র বার্নিস করা; (ঙ) ধারালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কাণ্ড বা খণ্ড বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাতজনিত সংক্রমণ; (গ) ঠাণ্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) এ্যাজমা; এবং (চ) নাকে ক্যান্সার।
৩০।	তাঁতের কাজ।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরিয়ী অপরিষ্কৃত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাস কষ্ট; এবং (জ) স্নায়বিক সমস্যা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩১।	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ।	(ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরনের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইবার ঝুঁকিতে কাজ করা।	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা; (খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্টতা; (গ) এ্যাজবেসটোসিস (Asbestosis); এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ।
৩২।	বিস্কুট বা বেকারি কারখানায় কাজ।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশ্রণ করা; (খ) আগুনের চুলায় কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) দৃষ্টিশক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং (জ) যকৃতে প্রদাহ।
৩৩।	সিরামিক কারখানায় কাজ।	(ক) প্রচণ্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যাপ্সার; এবং (গ) কণ্ঠনালীতে ক্যাপ্সার।
৩৪।	নির্মাণ কাজ।	(ক) পাথর ভাঙা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগিতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাস কষ্ট; (ছ) যক্ষ্মা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫।	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় তীব্র শব্দের মধ্যে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রে রোগ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৬।	কসাই এর কাজ।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ (যেমন- খোস পাচড়া); (খ) দাঁদ (এ্যাকজিমা); (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭।	কামারের কাজ।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহায্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান; এবং (খ) তীব্র শব্দ, তাপ, অগ্নি স্কুলিঞ্জা ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণশক্তি লোপ; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) টেনোসিনোভাইটিস (Tenosynovitis); (জ) বারসাইটিস (Bursitis); এবং (ঝ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
৩৮।	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফোলা; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা।
৩৯।	শুটিকি উৎপাদনের কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘসময় কাজ করা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (ঘ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ছ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা।	(ক) ক্যান্সার; (খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (গ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ; (ঘ) ডায়রিয়া; এবং (ঙ) যক্ষ্মা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪০।	অনানুষ্ঠানিক পথভিত্তিক কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ধুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) দৈহিক আঘাত; (গ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (ঘ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ; (ঙ) ডায়রিয়া; (চ) যক্ষ্মা; (ছ) এলার্জিজনিত সমস্যা; এবং (জ) এইডস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ।
৪১।	ইট উৎপাদন, সংগ্রহ ও বহন বা পাথর সংগ্রহ ও বহনের কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; (খ) অত্যধিক গরমে কাজ করা; (গ) ভারী বোঝা বহন করা; এবং (ঘ) অত্যধিক ইট বা পাথরের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (গ) হাতে, পায়ে ও কোমরে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; এবং (ঙ) এলার্জিজনিত সমস্যা।
৪২।	অনানুষ্ঠানিক/স্থানীয় দর্জি এবং পোশাক খাতের কাজ।	(ক) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (গ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) দিন বা রাতে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (খ) এ্যালার্জিজনিত সমস্যা; (গ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (ঘ) আঙুলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা; (ঙ) মাথা ব্যথা; (চ) মাথা ঘোরা; (ছ) বাত; এবং (জ) ম্নায়বিক সমস্যা।
৪৩।	আবর্জনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) ক্ষতিকারক প্লাস্টিক, রাসায়নিক দ্রব্য, গুড়া বা ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ক্যান্সার; এবং (গ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ।

২। ৫ মার্চ, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ৬৫-আইন/২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা বিলকিস
উপসচিব।